দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..... 29 MAR 2009
পৃঃ ...... ১ কলাম ..... ২ ......

কওমি মাদ্রাসার তালিকা তৈরির নির্দেশ

॥ আবুল খায়ের ॥

সারাদেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ও তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পুলিশ সদর দপ্তর থেকে সকল জেলার এসপি ও থানাসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এদিকে স্থানীয় প্রশাসন জঙ্গিদের উৎস সম্পর্কে অবহিত না থাকায় শীর্ষ মহলে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) নূর মোহাম্মদ বলেছেন, স্ব স্ব জেলা ও থানাসমূহের অধীনে কতসংখ্যক কওমিসহ বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে এবং এগুলোর কার্যক্রম মনিটর করার দায়িত্ব স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের। নিরাপত্তার কারণে শুধু কওমি মাদ্রাসা নয়, স্কুল-কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কাছে থাকার কথা। এ কারণে প্রতি থানায় কত সংখ্যক কওমি মাদ্রাসা রয়েছে এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তালিকা করে তা সংরক্ষণ করতে হবে। এই তালিকার এক কপি পুলিশ সুপার, রেঞ্জ ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে আইজিপি জানান।

দেশে প্রায় ১ লাখ কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। এর কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসন কিছুই জানে না। এলাকায় কত মাদ্রাসা রয়েছে, সে সম্পর্কেও স্থানীয় প্রশাসন অবহিত নয় বলে একটি গোয়েন্দা সংস্থা দেশব্যাপী অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পেরেছে।

গোয়েন্দা সূত্রে বলা হয়, এই সকল (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

কওাম মাদ্রাসার

(প্রথম পৃঃ পর)

কওমি মাদ্রাসা কি ধরনের শিক্ষা দিচ্ছে তা মনিটর করার কেউ নেই। এসব মাদ্রাসার খরচ কে বা কারা বহন করছে অথবা অন্য কোন স্থান থেকে অর্থ আসছে কিনা তা প্রশাসন কখনো খতিয়ে দেখেনি। ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে কোন দ্বিমত নেই।

কিন্তু ইসলাম শিক্ষার নামে মানুষ মারার কারখানা তৈরি করা বা জঙ্গি প্রশিক্ষণ দান কোন অবস্থায় মেনে নেয়া যায় না। এসব ইসলাম ধর্ম বিরোধী বলে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান।

গত ২৭ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'রেজিস্ট্রেশন নেই এক লাখ কওমি মাদ্রাসার' শীর্ষক সংবাদে সরকারের দায়িত্বশীল মহলের টনক নড়ে। শীর্ষ মহল থেকে এই সকল মাদ্রাসার কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত মনিটর এবং তালিকা করার নির্দেশ দেয়া হয়। কয়েকজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। এই ধর্মকে ভিন্নখাতে প্রভাবিত করে মানুষ হত্যার মত জঘন্য অপরাধ ও জঙ্গি প্রশিক্ষণ সম্পর্কে দেশের সকল মসজিদে প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজে খুতবার আগে ইমামগণ মুসল্লিদের এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিলে জঙ্গি সম্পর্কে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন। তারা জঙ্গি কার্যক্রম প্রতিরোধে এগিয়ে আসবেন। কয়েকজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, জঙ্গি প্রতিরোধ কার্যক্রমের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত।

র‌্যাবের মহাপরিচালক হাসান মাহমুদ খন্দকার বলেন, দেশব্যাপী জঙ্গি দমনে র‌্যাব নিজস্ব কার্যক্রম জোরালোভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গিদের উত্থানের প্রতি র‌্যাব কড়া নজরদারি রেখেছে বলে মহাপরিচালক জানান।